কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের ৭৯ নম্বর বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। ছবি : কালের কণ্ঠ

স্কুল, না ভাগাড়!

নাসরুল আনোয়ার, হাওরাঞ্চল ▷

বিদ্যালয়ের বারান্দার সামনে খাল। খালের পাড় ঘেঁষে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। দেখে মনে হবে, এটা কোনো ভাগাড়। খালের পাড়ে খোলা জায়গায় বাজারে আসা লোকজন প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারে। পাশে যদিও বণিক সমিতির টয়লেট। শ্রেণিকক্ষে শিশু শিক্ষার্থীরা এসব দেখে আর মাঝেমধ্যে দম বন্ধ করে বসে থাকে।

এখানেই শেষ না। বাজারের পরিত্যক্ত নোংরা আবর্জনা ও টয়লেটের কটু গন্ধ বাতাসে ভেসে বিদ্যালয়ের আঙিনা ঘুরে বেড়ায়। আর বিদ্যালয়ের ঠিক পেছনে রয়েছে একটি ওয়ার্কশপ। এর বিকট শব্দ শিক্ষকের কথা তো দূরের কথা, মাঝেমধ্যে শিশুদের কানে হাত চেপে সহ্য করতে হয়। এর সঙ্গে মাঝেমধ্যে উড়ে আসে স্টিলের আসবাবে স্প্রে করা রং। এমন স্বাস্থ্যহানিকর পরিবেশে লেখাপড়া করতে গিয়ে অবুঝ শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে নানা রোগে।

৭৯ নম্বর বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থান কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা ভূমি অফিসের ঠিক পেছনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৫ শতাংশ জমি। এর বাইরে একরত্তি জায়গা নেই। ফলে নেই খেলার মাঠ। কুচকাওয়াজ হয় না। এমনকি নিয়মিত গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীতও। বিদ্যালয়ের সামনে খালের পাড়ে কয়েক শতাংশ জায়গা পতিত রয়েছে। জমির মালিক মাটি ভরাট করে ওই জায়গাটি ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। শিক্ষকরা জানান, এ বিদ্যালয়ে প্রায় দেড় শ শিক্ষার্থী পড়ে। পরিবেশ ভালো না থাকায় এখানে বাচ্চাদের পড়াতে চান না অভিভাবকরা। তবে পরীক্ষার ফলাফল বরাবর ভালো। চার-পাঁচ বছর ধরে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস হয়েছে। প্রতিবছর পাচ্ছে একাধিক বৃত্তি। পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হলে এখানে লেখাপড়ার মান আরো অনেক ভালো হতো বলে তাঁদের ধারণা। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৫ সালে শহরের পালপাড়ার আইনজীবী শিব শংকর চক্রবর্তী তাঁর জমিতে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে শিব শংকর বাবু তাঁর বেশির ভাগ জায়গা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হকের কাছে বিক্রি করে দেন। ক্রেতা পরে জায়গাটিতে মার্কেট করতে গিয়ে মূল জমি থেকে সরিয়ে খালের পাড়ে বিদ্যালয়ের জন্য জায়গা করে দেন। ১৯৯৫ সালে সরকারি খরচে একটি একতলা ভবন খালের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়েছে। রাস্তাঘাট না থাকায় মাঝখানে বেশ কয়েক বছর বিদ্যালয়ে যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পরে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে কোনো রকমে বিদ্যালয়টি চালানো হয়। এখন পাশে সুপার মার্কেট তৈরি করায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা হলেও পরিবেশ শতভাগ নষ্ট হয়ে পড়েছে।

সংকট আরো আছে। ভবনের তিনটি মাত্র কক্ষ সচল। এ কারণে পালা করে দুই শিফটে ক্লাস করানো হয়। পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় শিশুরা মেঝেতে বসে ক্লাস করে। ছাদের বিমে ফাটল দেখা দেওয়ায় একটি কক্ষ তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। দুটি টয়লেটের একটি পুরোপুরি নষ্ট। আরেকটি কোনো রকম সচল। একমাত্র নলকূপের পানি আয়রনের জন্য পানযোগ্য নয়।

বিদ্যালয়ে গেলে এ প্রতিবেদকের পরিচয় পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমাদের খেলার মাঠ চাই', 'সুস্থ পরিবেশ চাই' এসব। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নদী বলে, 'আর ভাল্লাগে না। এখানে সব ময়লা এনে ফেলায়, দুর্গন্ধ আসে।' তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র নবায়ন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল ফজল রাসেলের ছেলে। নবায়ন বলে, 'খেলতে পারি না। সারাক্ষণ প্রস্রাব-পায়খানার দুর্গন্ধ নাকে লাগে।' অর্পিতা, অপূর্ব, ঐতিহ্য, ইমনসহ অর্পণিত ছাত্রছাত্রী স্কুলে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়।

শিক্ষা কর্মকর্তার দাবি 'পরিবেশ তো ভালোই'

ওদের কথার রেশ ধরে শিক্ষিকা রূপা রানী ধর বলেন, 'ওয়েল্ডিংয়ের শব্দে টেকা যায় না। সঙ্গে আসে স্টিলের ফার্নিচারের স্প্রে করার রং।' তাঁর প্রশ্ন, 'এমন পরিবেশে লেখাপড়া করানো যায়?' সহকারী শিক্ষক নূরুল ইসলাম বলেন, 'এসব বিষয় শিক্ষা অফিসকে বহুবার অবহিত করা হয়েছে।' প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত লাল গোস্বামী কিছু না বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। একপর্যায়ে বলেন, 'কী করুম, দাদা?' সুপার মার্কেটের মালিক আমিনুল হক বিদ্যালয়ের পরিবেশ 'ভালো নয়' বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিক খুঁজছি। পাওয়া গেলে স্কুলের সামনের দিকটায় বালু ভরাট করে দেব।'বাজিতপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল হোসেন খান উল্টো প্রশ্ন করেন, 'কোনো সমস্যা?' পরিবেশের কথা তুললে তিনি বলেন, 'ওই বিদ্যালয়ের পরিবেশ তো ভালোই।'

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যের বিষয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. গোলাম মওলার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, 'বাস্তবতার নিরিখে কথা না বলে এভাবে বলা ঠিক না। সমস্যা থাকলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।' জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে আরো বলেন, 'আমি নিজে স্কুলটি পরিদর্শন করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।'